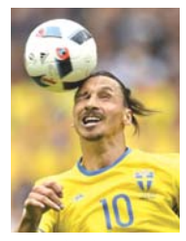

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

দুরন্ত বার্তা
DURANTA BARTA

ফুটবলে হেড বাতিল হবে!

● ৮ পাতায়

১ https://www.durantabarta.in কলকাতা Volume No. 23, Issue No.: 250 Friday, 10 August, 2018 ❋ ২৩ বর্ষ, ২৫০ সংখ্যা ❋ ২৪ শ্রাবণ, ১৪২৫, শুক্রবার, ১০ আগস্ট, ২০১৮ ❋ আজ ০৮ পাতা ❋ মূল্য– ২ টাকা

‘আমাকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করবেন না, আমি মানুষের ক্ষতি হতে দেব না’

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৯ আগস্টঃ পঞ্চায়েত ভোটে ঝাড়গ্রাম তথা পুরুলিয়ায় বিজেপির ফলাফলে চমকে গিয়েছিল অনেকেই। দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসা শুধু নয়, গ্রামীণ স্তরের নির্বাচনে গেরুয়া শিবির শাসক তৃণমূলকে রীতিমতো টক্কর দিয়েছে জঙ্গলমহলের এই জেলায়। জঙ্গলমহলের বিজেপির এই বাড়বাড়ন্ত যে শাসকদলকে চিন্তায় রেখেছে তা বোঝা গিয়েছে ভোটের পরই। দলের সাংগঠনিক কাঠামোয় রদবদলের পাশাপাশি দলনেত্রী নিজে নিয়মিত এই দুই জেলার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। তাই আদিবাসী দিবসের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়াবেন তা প্রত্যাশিতই ছিল। প্রত্যাশামতোই আদিবাসী দিবসের মঞ্চে বিজেপিকে চড়া সুরে বিঁধলেন তৃণমূলনেত্রী। সেই সঙ্গে নিজের করা উন্নয়নের ফিরিস্তিও দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিকল্পনা করেই আদিবাসী দিবস পালনের মঞ্চ হিসেবে ঝাড়গ্রামকেই বেছে নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝাড়গ্রামের জনসভা থেকে বিজেপিকে কটাক্ষের সুরে বিঁধে মমতা বলেন, বেলপাহাড়ির কিছু এলাকায় জিতে অনেকে ঝাড়খণ্ড থেকে মাওবাদী আনার চেষ্টা করছে। ওরা শান্তি চায় না। মানুষের মধ্যে বিভেদ চায়, ওরা উন্নয়ন চায় না, শান্তি বজায় না থাকলে উন্নয়ন হয় না। ভোটের জন্য বিজেপি মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছে বলেও অভিযোগ করেন তৃণমূলনেত্রী। তিনি বলেন, ভোটে জিততে বিজেপি মাহাতোদের সঙ্গে আদিবাসীদের, আদিবাসীদের সঙ্গে মাহাতোদের দ্বন্দ্ব বাঁধানোর চেষ্টা করছে, হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যেও বিভেদের রাজনীতি করার অভিযোগে বিজেপিকে কাঠগড়ায় তোলেন মমতা। তৃণমূলনেত্রীর স্পষ্ট বার্তা, আমাকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করবেন না, আমি যতদিন আছি আমি মানুষের ক্ষতি হতে দেব না। আমরা ভাগাভাগি করি না। বিজেপিকে আক্রমণের পাশাপাশি আদিবাসীদের জন্য কল্পতরু ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘোষণা করলেন ঝাড়গ্রামে তৈরি হবে নয়া বিশ্ববিদ্যালয়। জঙ্গলমহলের আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের আর অন্য জেলায় যেতে হবে না উচ্চশিক্ষার জন্য। অলচিকি ভাষায় শিক্ষাদান রাজ্যে আগেই শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ঘোষণা করলেন এবার বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পড়ানো হবে অলচিকিতে। অলচিকিতে নতুন ২০০০ শিক্ষক নিয়োগের কথাও ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝাড়গ্রামে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, স্টেডিয়াম তৈরি করা থেকে শুরু করে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী সবই ঠাঁই পেয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের বক্তব্যে।

সরকারি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির মধ্যেই এদিন শুধু আটকে ছিলেন না মুখ্যমন্ত্রী। বিভেদের রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে একদিকে যেমন সাবধান করে দেন জঙ্গলমহলের মূলবাসীদের, তেমনই কটাক্ষ করেন বিজেপিকে। ভোটে জিততে গেরুয়া বাহিনী টাকা বিলোচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ‘‘টাকা ছড়িয়ে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে বিজেপি। প্ররোচনায় পা দেবেন না।’’ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলেই প্রমাণ আধিবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা বেড়েছে বিজেপির। এতে রাজ্যের ক্ষতি হচ্ছে বলে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভরা সভায় বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, ‘‘প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ড থেকে লোক এনে ঝাড়গ্রামকে অশান্ত করা চেষ্টা করা হচ্ছে। খেয়াল রাখবেন বহিরাগতদের নজরে রাখবেন।’’ বাংলায় সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতির জায়গা নেই বলেও এদিন মোদি-শাহ জুটিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন মমতা। জঙ্গল মহল তৃণমূল আমলে অনেক ভালো আছে। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে বাম জমানার প্রসঙ্গ তুলে সেই তুলনাই এদিন টানলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলতে ভুললেন না জঙ্গলমহল তাঁর নয়নের মণি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এদিনের সভায় কার্যত পঞ্চায়েত ভোটে খারাপ ফলের ড্যামেজ কন্ট্রোল করলেন তৃণমূল নেত্রী। তবে লোকসভায় এর প্রভাব পড়বে কিনা তার প্রমাণ মিলবে ফলাফলেই।

অমিত শাহের সভা নিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে, অকুস্থলে নেতৃবৃন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ আগস্টঃ শনিবার কলকাতায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের সভা রয়েছে। তাই নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বিশেষ ব্যবস্থা করেছে বঙ্গ বিজেপি। অমিত শাহর সভায় নজর রাখার জন্য থাকবে ড্রোন ও ১৮টি এলসিডি। মেয়ো রোডে এই সভা করার অনুমতি পেয়েছে রাজ্য যুব মোর্চা। বৃহস্পতিবার দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক মুরলিধর রাও দলের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে সভাস্থল ঘুরে দেখেন। বিজেপির এক রাজ্য নেতা বলেন, এখন থেকেই যুব মোর্চা প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। রাজ্য বিজেপি ও যুব মোর্চার ধারণা, সেদিন ৩ লক্ষ মানুষ অমিত শাহর সভায় যোগদান করতে আসবেন। সূত্রের খবর, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসবেন। তাই যাতে অমিত শাহের বক্তব্য শুনতে যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য ১৮টি এলসিডি স্ক্রিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে মেয়ো রোডের আশপাশের সব জায়গা থেকেই ভাল করে সভা দেখা যাবে। কিন্তু, ভিড়ে যাতে মানুষ নাজেহাল না হন তাই এবার মঞ্চ বাঁধা হচ্ছে একটু অন্যভাবে। পার্ক স্ট্রিট ফ্লাইওভারের দিকে পিছন করে মঞ্চ তৈরি হবে। এর ফলে ভিড় শহরের দিকে না ঢুকে, গঙ্গার দিকে সরবে। মানুষ বিপদে পড়বেন না। সভায় যোগ দেওয়ার জন্য মানুষ যাতে নাকাল না হন, তার জন্য ৫০০ স্বেচ্ছাসেবী থাকবেন। তাঁদের হাতে দেওয়া হবে ওয়াকিটকি। বিজেপি ও যুব মোর্চার কয়েকজন নেতার হাতেও ওয়াকিটকি থাকবে। ৫০টি ওয়াকিটকির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। থাকবে ৪টি অস্থায়ী স্বাস্থ্যশিবির ও ৮টি অ্যাম্বুল্যান্স। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার জন্য ড্রোন ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য আগে, সভার অনুমতি পুলিশ বাতিল করে দেয় এর পর তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে অমিত শাহ বলেন, ‘আমি কলকাতা যাবই। সভা করার অনুমতি না পেলেও যাব। পারলে আমাকে গ্রেফতার করুক।’ সেই নিয়ে জলঘোলা হয় জাতীয় রাজনীতিতে। পরে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে সবুজ সংকেত পায় বিজেপি।

বুদ্ধগয়ার সঙ্গে জড়িত খাগড়াগড়ের জঙ্গিরাও !

বাংলাদেশের জামালপুর জেলা থেকেই জেএমবির জাল ছড়িয়ে পড়েছিল মালদা হয়ে বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ হয়ে দক্ষিণ ভারতের দুটি রাজ্যে। সেখান থেকেই বুদ্ধগয়ায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ছক কষা হয়েছিল কওসরের নির্দেশেই। এই পথেই জাল টাকার পাশাপাশি মাদকচক্রের যোগসূত্র পাচ্ছেন গোয়েন্দারা। যেগুলির সঙ্গে জেএমবির জঙ্গিদের নিবিড় যোগাযোগ।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ আগস্টঃ বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে খাগড়াগড়কাণ্ডের জঙ্গিরাও জড়িত জানতে পেরে এনআইএ-র গোয়েন্দারা একটু অবাকই হয়েছেন। তাঁরা দেখছেন বুদ্ধগয়ায় বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠন জেএমবির যে দলটি কাজ করেছিল খাগড়াগড়েও সেই দলের কিছু সদস্য রয়েছে। এবং দুটি ক্ষেত্রেই কওসরই মূল মাথা। কেননা, সেই এদেশে জেএমবির কাজকর্ম দেখাশোনার দায়িত্বে। বুদ্ধগয়াকাণ্ডে ধৃতদের জেরা করে মোটামুটিভাবে জেএমবির যে ঘাঁটিগুলির সন্ধান পেয়েছে এনআইএ তা এইরকম। বাংলাদেশে জামালপুর জেলা থেকে আসা জঙ্গিদের একাংশ মালদা অঞ্চলে জাল নোটের চক্রে প্রথমে জড়িয়ে পড়ে। এরপর কওসরের নির্দেশে গত ৪ বছর ধরে বর্ধমানের খাগড়াগড় ও সংলগ্ন অঞ্চলে ডেরা বাঁধে। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলেও তাদের ডেরা ছিল। খাগড়াগড়ের পরেই দলের লোকজন পালিয়ে চলে যায় দক্ষিণ ভারতে। সেখানে থেকেই শুরু করে নতুন করে নাশকতা চালানোর প্রস্তুতি। বুদ্ধগয়ায় বিস্ফোরণের নেপথ্যে কওসরের হাত। মুর্শিদাবাদ থেকেই বুদ্ধগয়ায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণের সাজসরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবং গোটা বিষয়টির পেছনে কওসরের নির্দেশ কাজ করেছিল। যদিও সেই সময় কওসর গয়া থেকে অনেক দূরে কর্ণাটকে বসে নাশকতার কাজকর্ম দেখাশোনা করেছে। অন্যদিকে, কেরলে পালিয়ে গিয়েছিল তাদেরই এক সঙ্গী। তাকেও গ্রেপ্তার করার পর কেরল পুলিস এনআইএ-র হাতে তুলে দেয়। সিরাজ শেখ ওরফে সিরাজুল খাগড়াগড়ের পরই পালিয়ে যায়। বেলডাঙায় একসময় ডেরা বেঁধেছিল নাসিরুল্লা এবং সাকিল গাজি। তারাও কওসরেরই লোক। কেরল থেকে জেএমবির দলটি ডেরা বাঁধে কর্ণাটকে। রামনগরম এলাকায় দেড় মাস ছিল কওসর। কিন্তু গোটা কর্ণাটকে নানা প্রান্তে মাস তিনেকের বেশি সময় ধরে সে চষে বেরিয়েছে। এনআইএ বলছে, জামাতুল মুজাহিদিনের নেতা কওসর। সে শুধু বুদ্ধগয়া কালচক্র ময়দানে বিস্ফোরণেই জড়িত নয়, তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে ত্রিশাল অঞ্চলে পুলিস ভ্যানে বোমা মারার অভিযোগও আছে। ২০১৪ সালে সে যখন পালায় তার আগে তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা রয়েছে। অদ্ভুতভাবে সে ছদ্মবেশ ধারণ করত। ছদ্মবেশে সে কাপড় বিক্রি করা, কখনও বা হকার, কলের মিস্ত্রির কাজ করত। গোটা যোগাযোগই সে রাখত ল্যাপটপে। এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সে আলাদা আলাদা নাম নিয়ে ঘুরে বেড়াত। এনআইএ বলছে, সুমন এবং মুন্না এই দুটি নাম নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কওসর পরিচয়পত্র বানিয়ে কাজ করত। তার সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল আদিলের। আদিল মুর্শিদাবাদ থেকেই বেঙ্গালুরু তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। তবে, আরও দু-তিনজন জেএমবি জঙ্গি গোটা ঘটনায় জড়িত। গোয়েন্দারা বলছেন, আদিলের কাছ থেকে যে নোটবুক পাওয়া গেছে তাতে রাসায়নিক বিস্ফোরক কী করে বানানো যায় তারও পদ্ধতি বলা রয়েছে। এখানেই গোয়েন্দাদের সন্দেহ, সামান্য লেখাপড়া জানা আদিল ল্যাপটপ ব্যবহারের পাশাপাশি রাসায়নিক বিস্ফোরক বানানোর পদ্ধতি বুঝত কী করে?

৯ ঘন্টা পর অবস্থান উঠল জেইউতে, ইস্তফা ডিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ আগস্টঃ দীর্ঘ ৯ ঘন্টা পর বৃহস্পতিবার ভোরে ঘেরাও মুক্ত হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস ও সহউপাচার্য। বুধবার ইতিহাসের ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার কারণে আন্দোন শুরু করেছিলেন পড়ুয়ারা। রাতভর ঘেরাও থাকার পর বৃহস্পতিবার ভোরে ইস্তফা দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডিন শুভাশিস বিশ্বাস। উপাচার্য আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের আশ্বাস দিয়েছেন, মেধা তালিকা পুনর্মূল্যায়ন করে প্রকাশ করা হবে তারপর ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। তবে, ইতিহাসের ভর্তির প্রক্রিয়া এদিন স্থগিত রাখা হচ্ছে। প্রবেশিকা বিতর্কের পর ফের ইতিহাস বিভাগে ভর্তি নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে যাদবপুরে। সমস্যা শুরু হয় ইতিহাসের পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হতেই। গত ৩ আগস্ট ইতিহাসে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয়। উচ্চমাধ্যমিকে নম্বর পেয়েছেন ৮০ শতাংশের ওপরে। কেউ কেউ তো ৯৫ শতাংশেরও বেশি। কিন্তু প্রবেশিকায় প্রাপ্ত নম্বর কারও দশ, কারও পাঁচ, কারও বা শূন্য। এ বছর পরীক্ষা দিয়েছিলেন ২১৬ জন। তারমধ্যে ১২০ জনেরই নম্বর দশের নীচে। এমনকি সেই তালিকায় রয়েছে উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম গ্রন্থন সেনগুপ্তও। উচ্চমাধ্যমিকে ইতিহাসে ৯৮ নম্বর পেয়েছিল গ্রন্থন। কিন্তু প্রবেশিকার ফলাফল বের হতে দেখা যায় গ্রন্থনের প্রাপ্ত নম্বর ৪। এই ঘটনায় নিজেই উদ্যোগ নিয়ে গ্রন্থনের খাতা পুনর্মূল্যায়ণ করেন কলা বিভাগের ডিন। তারপর প্রবেশিকায় গ্রন্থনের প্রাপ্ত নম্বর ৪ থেকে বেড়ে ৬৬তে দাঁড়ায়। বিতর্কের সূত্রপাত এখান থেকেই। কেন এরকম ‘অস্বাভাবিক’ নম্বর, তা নিয়েই প্রতিবাদে নেমে পরেন পড়ুয়ারা। প্রবেশিকায় পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। ইতিহাসের সমস্ত খাতা পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বিষয়টি পর্যালোচনা করার আশ্বাস দেন কলা বিভাগের ডিন। বৃহস্পতিবার থেকেই ইতিহাস বিভাগে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, প্রবেশিকায় নম্বরের গরমিলের অভিযোগে একটি নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করে সমস্ত উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়ণের দাবি জানায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। ততদিন পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিতের দাবি জানায় তারা। অন্যদিকে, পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে সরব হয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। বুধবার রাত থেকে ৯ ঘন্টা ধরে চলে অবস্থান। রাতভর ঘেরাও থাকেন উপাচার্য, সহ উপাচার্য সহ অন্য শিক্ষাকর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার ভোরে বিক্ষোভরত ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। ইতিহাসের প্রবেশিকার উত্তরপত্র ফের মূল্যায়ণের আশ্বাস দেন তিনি। জানান, পুনর্মূল্যায়ণের পর আগামী সোমবার, ১৩ অগাস্টের মধ্যে নতুন তালিকা প্রকাশ করা হবে। তারপরই হবে ভর্তি। উপাচার্যের আশ্বাসের পরই অবস্থান তুলে নেন আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা।

হাজারে হাজারে গ্রেফতার করে ‘জেল ভরো’কে সফল করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ আগস্টঃ যে প্রেক্ষাপট থেকে বামেদের সারাদেশ জুড়ে জেল ভরো আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তা হল মহত্মা গান্ধীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৭৬ বর্ষপূর্তি। সারা ভারত কৃষক সভার নেতৃত্বে ‘বিজেপি সরকার ভারত ছাড়ো’-এই আন্দোলনের ডাক দেয় বামেরা। মূল দাবি, মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের দেশের দিকে দিকে একজোট হয়ে লড়াই করতে হবে। সরকারের বেহাল অর্থিক নীতির মুখে দেশের কৃষকরা বিপন্ন। কৃষকদের দাবি, সমস্ত রকম কৃষি লোন মুকুব করতে হবে। ন্যূনতম সহায়ক মূল দেওয়ার নামে মোদি সরকারের ভাঁওতাবাজি বন্ধ করতে হবে। মোদি সরকারের ফসল বিমা যোজনা হল ধাপ্পাবাজি। এর ফলে মাত্র ছটি বড় বিমা কোম্পানি লাভবান হচ্ছে। ওই কোম্পানীগুলি চাষিদের থেকে ২৪ হাজার কোটি টাকা লুটেছে। ফিরিয়ে দিয়েছে মাত্র ৭ হাজার কোটি টাকা। কৃষকসভার দাবি, জমীহীনদের জমি, গৃহহীনদের গৃহ। চাষিদের থেকে জোর করে জমি আদায় করা চলবে না। সেক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়া, পূনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ আবশ্যিক। চাষিদের ৫ হাজার টাকা পেনশন দিতে হবে। বেতন চাই ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা । বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টে। কলকাতার রাস্তায় ঝান্ডা হাতে বেরিয়ে পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙতে উদ্যত কমরেডরা। এসএন ব্যানার্জী রোড হয়ে রানি রাসমনি রোডে পৌঁছিয়ে পুলিশের ব্যারিকেডের সমনে পড়ে বামসিটুর মিছিল। নরেন্দ্র মোদির জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এবং শাসকদলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বামেদের জেল ভরো আন্দোলন তখন যোগ দিয়েছেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র এবং সিটু নেতা অনাদি সাহু এবং শরিক দলের নেতৃত্ব। এরই মাঝে পুলিশ রানি রাসমণি রোডে ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা ব্যর্থ করে। বিধানসভায় বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তীর মিছিলে বোমা পড়েছে। অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। সারা রাজ্যে প্রায় কয়েক হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করে বামেদের জেল ভর আন্দোলনকে সফল করেছে পুলিশ। অন্যদিকে পুলিশকে বোকা বানিয়ে এসএফআই কর্মীরা রাজভবনের গেটে লাল ঝাণ্ডা টাঙিয়ে দেন। পরে এই ঘটনায় পুলিশ ১৯জন এসএফআই কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। ইতিমধ্যেই খবর আসে, মালদহ ও পশ্চিম মেদিনীপুরে পুলিশের ব্যারিকেড সরিয়ে এগিয়ে চলেছে বামেদের মিছিল। মিছিল এগিয়ে নিয়ে যেতে কোচবিহার, রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ি সর্বত্র আগ্রাসী মনোভাব নিয়েছেন বাম কর্মী, সমর্থকরা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতেও জড়িয়ে পড়ে বামেরা। সারাদেশ জুড়েই এদিন বামেরা ছিল শক্তিশালী। আলিপুরদুয়ারে, মালদায় যেমন পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালিয়ে প্রবীন কমরেডদের রক্তাক্ত করেছে, তেমনি উলুবেড়িয়ার মিছিলে কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে পুলিশ। তবে বর্ধমানে লালজনতার বাধার সামনে পুলিসের ব্যারিকেড পরাস্ত হয়। পলিটব্যুরো সদস্য বৃন্দা কারাত গ্রেফতার হন জয়পুর থেকে। ভেজা পাঞ্জাবি-পাজামা পড়ে আগরতলার রাজপথে গাড়িয়ে কমরেড মানিক সরকার ত্রিপুরার লালজনতার সাহস বাড়িয়েছেন। জল কামানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অকুতভয় জনতাকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না, রাজ্যের দিকে দিকে গেরুয়া তাণ্ডবের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে চলেছেন তাঁরা। কর্ণাটকেও মিছিলকে আটকেছে পুলিশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘রাজত্বে’ ৩৬ হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। দেশ থেকে গেরুয়া রাজ্যপাট গোটাতে মোদিকে বাধ্য করা হোক। আওয়াজ উঠেছে মিছিল থেকে।

রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হলেন হরিবংশ

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্টঃ সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হলেন এনডিএ পক্ষের প্রার্থী হরিবংশ নারায়ণ সিং। ১২৫ ভোটে জয়ী হয়ে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন হরিবংশ। বিরোধীদের প্রার্থী বি কে হরিপ্রসাদ পেয়েছেন ১০৫টি ভোট। ভোটদানে বিরত ছিলেন ২ জন সাংসদ। রাজ্যসভার নতুন ডেপুটি চেয়ারম্যানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ‘সদনের পক্ষ থেকে হরবিংশজিকে অভিনন্দন জানাই। তাঁর লেখনী প্রতিভা আছে। তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরজির পছন্দের ছিলেন’। অন্যদিকে, ঐক্যবদ্ধ বিরোধী শিবিরে প্রার্থী বি কে হরিপ্রসাদের পরাজয় প্রসঙ্গে ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, ‘কখনও আমরা জয়ী হই, কখনও পরাজিত হই’। ছোট শরিক তথা আঞ্চলিক দলগুলিকে গুরুত্ব। অরাজনৈতিক প্রার্থী। মোদি-অমিত শাহের ফোন ম্যানেজমেন্ট। এই তিন মন্ত্রেই রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে জয় পেল এনডিএ জোট। আর এই তিন ক্ষেত্রেই ডাহা ফেল বিরোধীরা। যতই ফেডারেল ফ্রন্টের ধুঁয়ো উঠুক, যতই বিরোধীদের জোটবদ্ধ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা হোক, আদপে গা ছাড়া মনোভাব এবং একে অন্যের প্রতি কার্যত আস্থাহীনতাই স্পষ্ট হল বিরোধী শিবিরে। নিজেদের দক্ষতা আর বিরোধীদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ২০১৯ এর লোকসভা ভোটের আগে ফের একবার শক্তি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন মোদি-অমিত শাহরা। অথচ শুরুটা এমন ছিল না। এনডিএ জোটের প্রার্থী হিসাবে জেডিইউ সাংসদ হরিবংশ নারায়ণ সিংহের নাম ঠিক হওয়ার পরই ক্ষোভের আঁচ মিলেছিল একাধিক শরিক দলের তরফে। পঞ্জাবের অকালি দল, নবীন পট্টনায়েকের বিজেডি, মহারাষ্ট্রে শিব সেনার মতো দল প্রকাশ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু গোড়া থেকেই ময়দানে নেমেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ। একে তো হরিবংশ প্রাক্তন সাংবাদিক এবং সজ্জন বলেই পরিচিত। তার উপর সরাসরি মোদির ফোন পেয়ে নবীন পট্টনায়েকের আর আপত্তির কারণ ছিল না। করেনওনি। কিছুদিন আগেই লোকসভায় আস্থা ভোট থেকে বিরত থাকা বিজেডি সমর্থনে রাজি হয়। অরাজনৈতিক প্রার্থী, এই যুক্তিতে শিব সেনাও ভোটের আগের দিন জানিয়ে দেয়, তারা হরিবংশকেই সমর্থন করবেন। এই শিব সেনাও আস্থা ভোটে অংশ নেয়নি। আবার তাঁদের দলের প্রার্থী না হলেও আঞ্চলিক কোনও দলের সাংসদকে প্রার্থী করার সূত্রেই উষ্মা ভুলে পাশে দাঁড়ায় আকালি দলও। অথচ সহজ পাটিগণিতই বলছে, বিজেডি, শিব সেনা ও আকালি দল ভোট দানে বিরত থাকলে এবং বিরোধী শিবিরে আপ, পিডিপি, ওয়াই এস আর কংগ্রেসকে ভোটে আনতে পারলে ফল অন্যরকম হতই। এই অঙ্ক কষে এগনোর ব্যর্থতার জেরেই ধরাশায়ী বিরোধীরা। কারণ আরও একাধিক। হারের বিষবৃক্ষের অঙ্কুরটা সম্ভবত পুঁতেছিলেন শরদ পাওয়ার। বিরোধী প্রার্থী হিসেবে এনসিপি সাংসদ বন্দনা চহ্বাণের নাম প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়। এনডিএ-র অন্যতম বড় শরিক শিব সেনাও মরাঠী ভাবাবেগে বন্দনাকে সমর্থনের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু পুনের প্রাক্তন মেয়রকে প্রার্থী করতে রাজি হননি এনসিপি প্রধান। বিরোধী শিবিরে মোদী-অমিত শাহের মতো কোনও নেতা নেই। রাহুল গাঁধী সুযোগটা নিতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে সেভাবে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। আপের এক নেতা সরাসরিই প্রশ্ন তুলেছেন, ‘‘লোকসভায় মোদিকে আলিঙ্গন করতে পারলেন, আর আমাদের একটা ফোন করতে পারলেন না রাহুল? অথচ এই আপই আস্থা ভোটে হুইপ জারি করে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিতে বলেছিলেন সাংসদদের। কাশ্মীরে সদ্য বিজেপির সঙ্গে জোট ভেঙেছে পিডিপি। কিন্তু মেহবুবা মুফতিকে ভোটের ময়দানের আনতে পারেনি বিরোধীরা। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগে বিজেপির সঙ্গে জোট ভাঙা অন্ধ্রের টিডিপি ভোট দিলেও সে রাজ্যের আর এক দল ওয়াই এস আর কংগ্রেস বিরত থেকেছে। কংগ্রেস-বিজেপি কেউই প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি, এই অভিযোগ তুলে তারা ভোট দেয়নি। অথচ মঞ্চ প্রস্তুত ছিল শাসক জোটকে বেগ দেওয়ার। ২০১৯-এর আগে জোটবদ্ধ মোদি বিরোধী ঐক্যের চেহারা তুলে ধরার। সে ভাবে কাউকে উদ্যোগীই হতে দেখা গেল না। আঞ্চলিক ছোট দলগুলিকে সম্মান ও গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা কেউ দিতে পারলেন না। রাহুল গাঁধীর গা ছাড়া মনোভাব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফেডারেল ফ্রন্ট নিয়ে উদ্যোগী হলেও সামনের সারিতে আসেননি। মায়াবতী, মুলায়ম বা কেউই সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিলেন না। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, বিরোধীদের মধ্যে সমন্বয় তো নেইই, একে অন্যের প্রতি বিশ্বাসহীনতা, সংশয়, সন্দেহের মতো অনেক বিষয় রয়েছে। আবার অনেকেই মনে করছেন, সকলেই জল মাপছেন। একে অন্যকে সন্দেহের চোখে দেখছে। লোকসভা ভোটের এখনও অন্তত ৭-৮ মাস বাকি। তার মধ্যে রাজনৈতিক হাওয়া অনেক ঘুরে যেতে পারে, অনেক কিছু পট পরিবর্তন হতে পারে। তাই এখনই সামনে চলে এলে ভোটের আগে বা পরে হাওয়া বুঝে অবস্থান বদলালে সাধারণ মানুষের বিরাগভাজন হতে পারেন। সেই আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু রাহুল গাঁধীর সেই সমস্যা ছিল না। কিন্তু তিনিই যখন উদ্যোগী হলেন না, তখন আগ বাড়িয়ে ছোট দলের নেতারা এগিয়ে আসতে চাননি। আবার ২০১৯ এর লোকসভা ভোটের লড়াই কেমন হতে পারে, তারও ইঙ্গিত মিলে গেল এই ভোটাভুটিতে। সারা দেশে একের বিরুদ্ধে একের লড়াইয়ের যে চেষ্টা চলছে, সেটা তা যে দূর অস্ত, তা কার্যত এখনই বলে দেওয়া যায়। কারণ লোকসভা বা রাজ্যসভায় বিরোধীরা কিছুটা একজোট হলেও নিজের নিজের রাজ্যে রাজনীতির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেই যেমন। কংগ্রেস, তৃণমূল এবং সিপিএম সাংসদরা বিরোধী প্রার্থীকে ভোট দিলেও এ রাজ্যে তিন দল এক ছাতার তলায় এসে লোকসভা ভোটে লড়াই করা কার্যত দিবাস্বপ্ন। অন্যান্য রাজ্যেও এই সমস্যা রয়েছে। সব মিলিয়ে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচনে লোকসভা ভোটের মুখে আত্মবিশ্বাস আরও খানিকটা বাড়িয়ে নিল মোদি-অমিত শাহ জুটি। অন্যদিকে বিরোধীরা এখনও যে ছন্নছাড়াই, আস্থা ভোটের পর ফের তার প্রমাণ মিলল হাতে হাতে।

বিরোধীদের অবস্থা ছন্নছাড়া

বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার বাইরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদের সঙ্গে সদ্য নির্বাচিত ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিংহ।